আলমডাঙ্গায় ট্রেন চালককে মারপিটের ঘটনায় ৫ জন বহিষ্কার, দাবি না মানলে ধর্মঘটের ডাক

আলমডাঙ্গায় মালবাহী ট্রেনের সহকারী চালক (লোকো মাস্টার) জুনায়েদুর রহমানকে মারধর করায় রেলওয়ের পাঁচ কর্মীকে (ওয়েম্যান) সাময়িক বরখাস্তের ঘটনায় মানবন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে রেল শ্রমিকরা। ২৪ ঘন্টার মধ্যে বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার না করলে ধর্মঘটের হুশিয়ারী দেয় তারা।

শুক্রবার (১০ জুন) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের অদূরে রেললাইনের উপর মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করে। এসময় যাত্রীবাহী ট্রেন আটকানোর চেষ্টা করলে প্রশাসনের তৎপরতায় ভেস্তে যায়।

মানববন্ধনে শ্রমিক হুমায়ন কবির বলেন, লাল ব্রিজের উপর ২৫-৩০ শ্রমিক মেরামত কাজ করার পূর্বে স্টেশন মাস্টারকে আমরা মেসেজও দিয়ে রেখেছিলাম। আমাদের নিরাপত্তার জন্য ব্রিজ থেকে প্রায় ৪০০ মিটার দূরে লাল পতাকা তুলে রাখেন রেল শ্রমিকেরা।

বিকেল ৩টার দিকে দর্শনা স্টেশন থেকে ছেড়ে আসা সিরাজগঞ্জগামী পাথর বোঝাই একটি মালবাহী ট্রেন লাল ব্রিজের কাছে পৌঁছালে লাল পতাকা ভেঙ্গে ট্রেন চলে আসে। এর কিছুপর আরেকটি ফ্ল্যাগ ভেঙে স্পিড বাড়িয়ে ব্রিজে প্রবেশ করে। এ সময় প্রাণ রক্ষায় ব্রিজ থেকে শ্রমিকরা লাফ দেন।

কেউ কেউ ব্রিজের রড ধরে ঝুলে পড়েন। ব্রিজের উপর শ্রমিকদের চিৎকারে ও সামনে রেললাইন সংস্কারের ট্রলি দেখে ট্রেনটি থামিয়ে দেয় চালক। আমি সব আহত হয় কয়েক শ্রমিক।

এরপরও আমাদের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা আশ্বাস দেন তোমরা কাজ চালিয়ে যাও। তোমাদের কোন সমস্যা হবেনা। কিন্তু রাত ২ টার পর আমাদের ৫ শ্রমিককে কেন বরখাস্ত করা হলো? এর বিচার চাই।

তিনি আরও বলেন, মানববন্ধন চলাকালীন সময়ে জানতে পারি পাকশী বিভাগীয় কর্মকর্তারা চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ের কর্মকর্তার সাথে কথা বলে

আশ্বস্ত করেছেন। শীঘ্রই বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করবে৷

আমরা শান্তিপূর্ণ মানববন্ধনের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টার মধ্যে যদি প্রতিকার না পায় তাহলে ধর্মঘটের ডাক দিতে বাধ্য হবো। এছাড়াও মানববন্ধনে বেতন বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিদাওয়া বিষয় তুলে ধরেন শ্রমিকরা।

এসময় শ্রমিকরা যাত্রীবাহী ট্রেন আটকে দেয়ার চেষ্টা করলে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মাহব্বুর রহমানের আশ্বাসের সরে আসে তারা।

প্রসংঙ্গত: গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আলমডাঙ্গা লাল ব্রিজের উপর প্রায় ৪০০ মিটার দূরে লাঠির সাহায্যে লাল পতাকা তুলে রাখেন রেল শ্রমিকেরা। বিকেল ৩টার দিকে দর্শনা স্টেশন থেকে ছেড়ে আসা সিরাজগঞ্জগামী পাথর বোঝাই একটি মালবাহী ট্রেন লাল ব্রিজের কাছে পৌঁছালে লাল পতাকা তুলে ট্রেনটিকে থামানোর চেষ্টা করেন শ্রমিকরা।

রেল শ্রমিকেরা ব্যর্থ হলে ট্রেনটি লাল ব্রিজের কাছে থাকা আরেকটি ফ্ল্যাগ ভেঙে ব্রিজে প্রবেশ করে। এ সময় প্রাণ রক্ষায় ব্রিজ থেকে শ্রমিকরা লাফ দেন। কেউ কেউ ব্রিজের রড ধরে ঝুলে পড়েন। শ্রমিকদের চিৎকারে ও সামনে রেললাইন সংস্কারের ট্রলি দেখে থেমে যায় ট্রেনটি।

এ সময় উত্তেজিত হয়ে ট্রেনের প্রধান চালক আমিনুল ইসলাম ও সহকারী চালক জোনায়েদকে মারধর করেন উত্তেজিত শ্রমিকরা। মারধরের প্রতিবাদে লাইনের উপর বন্ধ করে রাখা হয় ট্রেনটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পরিদর্শক করেন পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ের একটি টিম।

পরে ট্রেন চালক ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে বিচারের আশ্বাস দেওয়া হয়। রাত ৯টার দিকে সিরাজগঞ্জের উদ্দেশে মালবাহী ট্রেনটি আলমডাঙ্গা ছেড়ে যায়।

রাতেই বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েম্যান, হাফিজ, শহিদুল ইসলাম, মুস্তাফিজ, ছাব্বির ও হুমায়ন এই ৫ জনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ের ব্যবস্থাপক শাহিদুল ইসলাম বলেন, কোন স্থানে মেরামতের কাজ হলে যে স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে আসবে সেই স্টেশন মাস্টার ট্রেন চালককে মেরামতে বিষয়টি জানানোর নির্দেশনা রয়েছে।

সে ক্ষেত্রে মালবাহী ট্রেনটি চুয়াডাঙ্গার দর্শনা স্টেশন থেকে ছেড়ে এসেছে, ওই স্টেশন মাস্টার নাজমা পারভীন চালককে মেরামতের বিষয়টি অবগত করেননি। এ কারণে শ্রমিকদের সিগন্যালে চালক গুরুত্ব দেননি বলে প্রাথমিকভাবে জেনেছি।

সত্যতা যাচাইয়ে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিন কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছি। প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক তদন্তে মালবাহী ট্রেনের সহকারী চালককে মারধরের ঘটনায় পাঁচ ওয়েম্যানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তদন্তে দর্শনা স্টেশন মাস্টার অভিযুক্ত প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে ফেনসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ২২পিচ ফেনসিডিলসহ আরাফাত হোসেন (৩২) ও সোহেল রানা (৩০) নামে দুই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।

শুক্রবার দুপুর দুইটার দিকে উপজেলার চটকাবাড়িয়া ও গোপিনাথপুর মাঠের ক্যানেলের সড়কের ওপর থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আরাফাত হোসেন ঝিনাইদহ শহরের ওয়ারলেস পাড়া এলাকার জাহিদুল ইসলামের ছেলে ও সোহেল রানা চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার রাধিকাগঞ্জ গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে। পুলিশ জানায়, ওই এলাকায় মাদকের কারবার হচ্ছে এমন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে তারা মাদকের কারবারের সাথে জড়িত ছিল।

ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, আলমডাঙ্গা এলাকা থেকে একটি মাদকের চালান আসছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে মোটরসাইকেল আরোহী ওই দুই যুবককে তাড়া

করে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের সাথে থাকা একটি কাগজের কার্টুনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ২২পিচ ফেনসিডিল জব্দ করা হয়। মাদকের মামলায় তাদেরকে কোর্টহাজতে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পাখিভ্যান বাঁচাতে গাছের সাথে বাসের ধাক্কা, কয়েকজন আহত

আলমডাঙ্গার জগন্নাথপুরে পাখিভ্যানকে বাচাতে গিয়ে যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কার ঘটনা ঘটেছে। এতে বাসের বেশ কয়েজন যাত্রী আহত হয়েছে। আহতরা স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

আজ শুক্রবার (১০ জুন) দুপুরে চুয়াডাঙ্গা-কুষ্টিয়া মহাসড়কের জগন্নাথপুর এলাকায় এঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল গাফফার। তিনি বলেন, কুষ্টিয়া থেকে ছেড়ে আসা একটি যাত্রীবাহী বাস জগন্নাথপুর পৌছালে সামনে পাখি ভ্যান চলে আসে। এসময় পাখি ভ্যানকে বাচাতে বাসটি কড়া ব্রেক করলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লাগে।

এতে সামনের দোকানের সামান্য ক্ষতি হলেও বড় দূর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাই স্থানীয়রা। বাসের কয়েকজন যাত্রী আহতের খবর পাওয়া গেছে। যার যার মত চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছে।

তিনি আরও বলেন, বাসের সামনের গ্লাস ভেঙ্গে গেছে। গাছ না থাকলে হয়তো বড় দূর্ঘটনা ঘটতে পারতো।

কোর্ট মসজিদ মার্কেটের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ মোনাজাত

কোর্ট মসজিদ মার্কেটে অবস্থিত দোকান ঘর ভাঙ্গা, ব্যবসায়ীদের নির্যাতন এবং ক্ষতিগ্রস্ত করায় ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ দোয়া মোনাজাত করেছে হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতি।

আজ শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে কোর্ট মসজিদ মার্কেটের সামনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য এ বিশেষ দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বক্তব্য রাখেন, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু, মেহেরপুর হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান, সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল সিমন, সহ সভাপতি মোমিন, সদস্য রাশেদ,মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কর্তৃক শহরের কোর্ট মসজিদ মার্কেটে অবস্থিত ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দেওয়া, নির্যাতন চালানো ও ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রতিবাদে এবং সাংবাদিকগণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষনে গত বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করেন হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতি।

সংবাদ সম্মেলনে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খানের অপসারণের দাবি ও মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচন বর্জনের হুমকি দিয়ে ৫ দিনের কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়।

ঘোষিত কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে শুক্রবার জুম্মার নামায শেষে বিশেষ মোনাজাত করেন তারা। এছাড়াও ১১ জুন শনিবার সকাল ১১ টায় ২৫ মিনিট কালো পতাকাসহ দোকান বন্ধ রাখা, ১২ জুন রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় কাফনের কাপড়সহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং ১২ জুন তারিখের সমাধান না হলে ১৩ জুন থেকে আমরণ অনশনসহ হরতালের ডাক দেওয়া হবে বলে জানানো হয়।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদের শ্রীবৃদ্ধি ও সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে গত মঙ্গলবার মেহেরপুর কোর্ট মসজিদ মার্কেট ভবন উচ্ছেদ করে জেলা প্রশাসন। এতে প্রায় ২৫-৩০ জন ব্যবসায়ীর পথে বসার

মেহেরপুরের শিবপুরে সংঘর্ষে দুইজন আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার শিবপুর গ্রামে কবরস্থানের জায়গা জবরদখল থেকে মুক্ত করা নিয়ে সৃষ্ট সংঘর্ষে দুই জন আহত হয়েছে। আহতরা হলেন একই গ্রামের নইমুদ্দিনের ছেলে মসলেম (৫৫) ও গজলুর ছেলে সুজন (২২)। শুক্রবার দুপুরে শিবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, শিবপুর কবরস্থানের ৬ কাঠা জায়গা বজলুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে দখল করে রেখেছে। এবিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীর সাথে বজলুর রহমানের ঝামেলা চলে আসছে। সম্প্রতি কবরস্থানের উন্নয়নে একটি বরাদ্দ আসে। আজ বাদ জুম্মা বিষয়টি নিয়ে সকলে মিলে আলোচনা হবার কথা।

আলোচনার শুরুতেই কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে এলাকাবাসী বজলুর রহমানের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং গ্রামের লোকজন গোরস্থানের সামনে সমবেত হতে শুরু করলে বজলুর নেতৃত্বে, গাজলু, হাসেম ও সুজন গ্রামবাসীর উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এ সময় সেখানে সংঘর্ষ বেধে যায়। এসময় ইটের আঘাতে মসলেম রক্তাক্ত জখম হয় ও সুজন আহত হয়। এসময় গোরস্থানের সামনে অগ্নিসংযোগ করা হয়। খবর পেয়ে সদর থানার ওসি শাহ দারা খানের নেতৃত্বে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন আয়ত্তে আনে। আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় মাংকিপক্স সন্দেহে এক নারী আইসোলেশনে

ষাট বছর বয়সী নারীর হাতে ও মুখে ফুসকুড়ি উঠেছে। তা মাংকিপক্স কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ওই নারীকে পর্যবেক্ষণে রেখেছে স্বাস্থ্যবিভাগ। গায়ে জ্বর, ব্যথা ও সর্দিতে আক্রান্ত ওই নারী বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এসেছিলেন। তার হাতে ও মুখে কয়েকটি ফোসকার মতো দেখা দিয়েছে।

আগুনের ছ্যাঁকা লেগে এমন হয়নি বলে ওই নারী চিকিৎসকদের জানিয়েছেন। চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. সাজ্জাৎ হোসেন জানান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শংকরচন্দ্র ইউনিয়নে ওই নারীর বাড়ি। তিনি হতে মুখে ফুসকুড়ি, শরীরে ব্যথা এবং গায়ে জ্বরের চিকিৎসা নিতে বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেন। হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। তবে তার হাতে ও মুখের ফুসকুড়িগুলো মাংকিপক্স কিনা তা জানার জন্য পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ওই নারী দেশের বাইরে যাননি। তার কোনো নিকটাত্মীয় বিদেশ থেকে আসেননি। হাতে ও মুখে ফোসকা আছে, শরীরে নেই। সাধারণ পক্স হতে পারে। তবে, মাংকিপক্স কি না তা পরীক্ষা না করে বলা যাবে না। ওই নারীকে তার বাড়িতে হোম আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। চিকিৎসা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হবে। তারপরই নিশ্চিত হওয়া যাবে তিনি মাংকিপক্সে আক্রান্ত কি না।

আলোকবর্তিকা ড. মোখলেছুর রহমান

সমাজের অবহেলিত মানুষের কাছে একটি আলোকবর্তিকা ড. মোখলেছুর রহমান। একজন মানবতাবাদী, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও সমাজ সেবক ড.

মোখলেছুর রহমান এলাকার প্রান্তিক মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, ও দারিদ্র বিমোচনে রাখছেন অসামান্য অবদান।

জন্মেছিলেন গাংনী উপজেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে। মায়াময় ছাঁয়া ঢাকা করমদি গ্রামে। প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মেও এখন তিনি বিশ্ববরেণ্য হয়ে উঠেছেন। শুধূ স্বাস্থ্য চিকিৎসা, শিক্ষা নয়, এলাকার উন্নয়নও রয়েছে তার কৃতিত্ব।

বর্তমানে তিনি জাপান ইউনিভার্সিটি অব ইকোনমিক্সের প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান হিসাবে জাপানে কর্মরত রয়েছেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ, সন্ধানী মেডিকেল স্কুল, সন্ধানী নার্সিং ইন্সটিটিউট, সন্ধানী সংস্থার বৃত্তি ও সেলাই কার্যক্রম, সন্ধানী হাসপাতালসহ একাধিক প্রতিষ্ঠান। শুধু দেশেই নয়, জাপানেও তিনি তৈরী করেছেন

বাংলাদেশ টো থে স্নাগো খাই নামের প্রতিষ্ঠান।

১৯৫৫ সালে ১ জুলাই করমদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক এর পর্ব শেষ করে মুজিব বাহিনীর সদস্য হিসাবে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮৪ সালে জাপান সরকারের মনবুশো স্কলারশিপ নিয়ে জাপানে চলে যান। কিউশু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি ও পিএইচডি অর্জন করেন। পরে তিনি জাপান ইউনিভার্সিটি অব ইকোনমিক্স এ প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০২১ সালে অবসর গ্রহণ করার পর কোদো ইন্টার্নেশনাল কলেজ অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন। এর আগে ড. মোখলেছুর রহমান ১৯৯৮ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে কিছুদিন কাজ করেছেন। ড. মখলেছুর রহমান মূলত মানবহিতৈশী সমাজভাবুক ও স্বপ্নবান শিক্ষা চিন্তক।

ছবি ও তথ্য জুলফিকার আলী কানন

[redacted]

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

থামেনি ট্রেন, প্রাণে বাঁচলেন রেল শ্রমিকরা, চালককে মারধর

আলমডাঙ্গার লালব্রিজে রেললাইন রক্ষণাবেক্ষণ করার সময় সিগনাল দেয়ার পরও মালবাহী ট্রেন না থামানোয় সহকারী চালককে মারপিটের ঘটনা ঘটেছে। এতে ২৫-৩০ জন শ্রমিক প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। আহত হয়েছে কয়েকজন শ্রমিক। ঘটনাটি বৃহস্পতিবার দুপুর ১ টার দিকে ঘটেছে। সহকারি চালকের মারধরের বিচারের দাবিতে প্রায় ১০ ঘন্টা মালবাহী ট্রেন অবস্থান নেয় লালব্রিজের উপর। ট্রেন চালককে মারপিটের ঘটনায় বিভাগী কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে শুরু হয় তদন্ত।

রেল সূত্রে জানাযায়, বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা বর্ডার হয়ে পাথর বোঝাই ট্রেন সিরাজগঞ্জ যাচ্ছিলো। এদিকে, সকাল থেকে আলমডাঙ্গা লালব্রিজের উপরে রেললাইন সংস্কারের কাজ করছিলো ২৫-৩০ জন রেল শ্রমিক। সংস্কারের জায়গা থেকে প্রায় ৪শ মিটার দুরে লাল ফ্লাগ তুলে রাখে রেল শ্রমিকেরা। দুপুর ১ টার দিকে ওই পাথর বোঝাই ট্রেন আলমডাঙ্গা স্টেশন ক্রস করলে লাল ফ্লাগ তুলে ট্রেনটিকে থামানোর চেস্টা করে। রেল শ্রমিকেরা ব্যর্থ হলে ট্রেনটি লালব্রিজের নিকট আরেকটি ফ্লাগ ভেঙে ব্রিজে প্রবেশ করে।

আতঙ্কে ব্রিজ থেকে শ্রমিকেরা লাফ দেয়।কেউ কেউ ব্রিজে ঝুলে পড়ে। শ্রমিকদের চিৎকারে ও সামনে রেললাইন সংস্কারের ট্রলি দেখে থেমে যায় মালবাহী ট্রেনটি। এসময় উত্তেজিত হয়ে ট্রেন চালক প্রধান আমিনুল ইসলাম ও সহকারি জোনায়েদ সিদ্দিককে মারপিট করে। এতে, চালক দুজন আহত হয়। খবর পেয়ে পাঁকশি বিভাগীয় প্রতিনিধি টিম আলমডাঙ্গা লালব্রিজের নিকট পৌছায়। শুরু হয় তদন্ত। এসময় উপস্থিত হয় পাঁকশি জোনের ডিআরএন, ডিএন ওয়ান, চুয়াডাঙ্গার এ.ই.এন ও এস.এস.ও.ই।

দীর্ঘ সময় ধরে তদন্ত কার্যক্রম চালায় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। খুলনা থেকে ঢাকা মুখি রেললাইন বন্ধ থাকলেও বিপরীত মুখি লাইন দিয়ে যোগাযোগ সচল রাখে আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার।

আলমডাঙ্গার স্টেশন মাস্টার তৌহিদুল ইসলাম টোকন বলেন, ২৫-৩০ জন শ্রমিক লাইনে কাজ করছিল। এসময় লাল পতাকা দিয়ে সংকেত দিলেও মাল ট্রেনটি থামায়নি চালক। পরে লালব্রিজের উপর শ্রমিকরা প্রাণ বাচাতে যে যার মত ঝাপ দেয় নিচে। এতে আহত হয় কয়েকজন শ্রমিক। পরে শ্রমিকরা

উত্তেজিত হয়ে ট্রেন চালককে মারধর করে। পরে চালক তার মারধরের বিচার না হওয়া পর্যন্ত মালট্রেন থামিয়ে রাখে।

তিনি আরও বলেন, ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়নি। ওই মালট্রেনবাহী ট্রেন ডাউন লাইনে রয়েছে। অপর লাইন থেকে ট্রেন চলাচল করছে। সন্ধার সাড়ে ৯ টায় ট্রেনটি সিরাজগঞ্জের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, সংকেত দিলেও ট্রেন চালক থামেনি। চালক ঘুমাচ্ছিল। পরে প্রাণ রক্ষাতে ব্রিজের উপর থেকে লাফ দেয় শ্রমিকরা। বিস্তারিত জানতে ঘটনাস্থলে পুলিশের টিম পাঠানো হয়েছে।